দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 APR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

মাদ্রাসা ছাত্রদের বিসিএস প্রসঙ্গে

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে সাথে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সাধারণত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করছে, ঠিক তেমনি মাদ্রাসাগুলো থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানসম্পন্ন লোক সৃষ্টি হচ্ছে। এক জরিপে দেখা গেছে সরকারী যে ক'টি মাদ্রাসা রয়েছে ওখানকার ছাত্ররা কোন অংশেই জ্ঞানের দিক দিয়ে কলেজ-ভার্সিটির ছেলেদের চেয়ে খুব পিছিয়ে নেই। আর এদিকগুলো বিবেচনা করে সরকারী আদেশবলে ফাজিল ও কামিল ক্লাসগুলোকে যথাক্রমে গ্র্যাজুয়েশন ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন-এর মর্যাদা দেয়া হয়। সে অনুসারে বেতন স্কেলও দেয়া হচ্ছে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক মাদ্রাসায় চাকুরী বা মাধ্যমিক স্কুলের মৌলভীর চাকুরী ছাড়া অন্য কোন পোস্টে চাকুরী করতে পারছেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে আরো কার্যকরী উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল ডিগ্রী যথাক্রমে সমমান গ্র্যাজুয়েশন ও মাস্টার ডিগ্রী প্রদান— মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপর তাদের ক্ষমতা বহির্ভূত দায়িত্ব বলেই মনে হচ্ছে। তাই আমরা মনে করি যদি মাদ্রাসার 'ফাজিল' ও 'কামিল' ক্লাস দু'টোর পরীক্ষা ও সনদসহ যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালনা করা যায় তবেই এই বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব হবে। এবং ধর্মীয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রর মাদ্রাসার শিক্ষানুরাগীরাও তাদের শিক্ষার যথোপযুক্ত মর্যাদা পাবে আর তা করতে না পারলে মাদ্রাসা বোর্ডের উপর আরোপিত সরকারী আদেশ শুধু কথায়ই থাকবে।

অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, এই বৈষম্যের ফলে মাদ্রাসা হতে গ্র্যাজুয়েশন ও মাস্টার ডিগ্রী সমমানের ডিগ্রী নিয়েও ছেলেরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। ফলে ঐসব ছেলেরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের পরও প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকুরী হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

"পাবলিক সার্ভিস কমিশনের" অধীনে বিসিএস পরীক্ষার জন্য ইউনির্ভাসিটির গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার ডিগ্রীকে শর্ত হিসাবে লিখা রয়েছে। তার পাশাপাশি ফাজিল ও কামিল (শিক্ষকতার জন্য) ডিগ্রী দু'টোকে ঢুকিয়ে দিলে ওরাও বিসিএস পরীক্ষায় সফলতার মাধ্যমে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারত.....। বিশেষতঃ সরকারী মাদ্রাসা দু'টিতে সিনিয়র শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কামিল পাসদের বিসিএস পরীক্ষার সুযোগ প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তা না হলে ঢাকঢোল পিটিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে থাকলেও কামিল পাস মাওলানারা বিসিএস দিতে না পারায় শিক্ষক নিয়োগ আদৌ সম্ভব হবে না। ফলে আলিম, ফাজিল ও কামিল ক্লাসসমূহের শিক্ষাদান ব্যাহত হতে বাধ্য। অথচ এখনও দু'টি সরকারী মাদ্রাসায় বহুদিন ধরে মাওলানা শিক্ষকদের 'পদ' যথেষ্ট শূন্য রয়েছে। যেসব মাওলানা অবসর গ্রহণ করছেন, তাদের শূন্য পদে নতুন শিক্ষক আসতে পারছেন না, কামিল পাস মাওলানাদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকার কারণে। তাই ফাজিল ও কামিল (শিক্ষকতার জন্য) ডিগ্রীধারীদের অনতিবিলম্বে বিসিএস পরীক্ষার সুযোগ প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য ইতিপূর্বে একটি নিয়ম ছিল যে, মাদ্রাসায় জুনিয়র শিক্ষক হিসাবে নিয়োগকৃতদের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমোশন দিয়ে সিনিয়র শিক্ষক করা হতো। কিন্তু কিছুদিন হয় "এনাম কমিটির" রিপোর্টের পরামর্শ অনুসারে সেই ব্যবস্থাও বন্ধ রয়েছে। শুধু তাই নয় জুনিয়র সেকশনের শিক্ষকদের কোন পদের কথাও সে রিপোর্টে উল্লেখ রাখা হয়নি। যার ফলে ঢাকা ও সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা দু'টোর জুনিয়র শিক্ষকবৃন্দ বর্তমানে চরম হতাশায় ভুগছেন।

তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সমীপে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য পেশ করা হলো ঃ

অনতি বিলম্বে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শ্রেণীগুলোকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত করা হোক।

ফাজিল ও কামিল (শিক্ষকতার জন্য) পাসদেরকে বিসিএস পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করা হোক।

এনাম কমিটির রিপোর্ট সংশোধন করে সরকারী মাদ্রাসা দু'টির জুনিয়র শিক্ষকদের পদসমূহ পুনঃ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। —আবদুল হাছিব ভূঁ